দৈনিক ইনকিলাব C54 তারিখ 16 JUN 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1
৬ দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে গ্রামের উন্নয়ন

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাকে অবহেলিত রেখে জাতীয় উন্নতির কল্পনা স্বপ্নের ন্যায় অলীক। তাই, জাতীয় কল্যাণ সাধন করতে হলে গ্রামীণ মানুষের পরিকল্পনা ভিত্তিক শিক্ষাদান অপরিহার্য। বাংলাদেশ গ্রামভিত্তিক দেশ। দেশের শতকরা ৯১.২ ভাগ জনসংখ্যা গ্রামে বাস করে। এবং কৃষিই গ্রামনির্ভর বাংলাদেশের কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই জাতীয় উন্নতি বললে গ্রাম বাংলার উন্নয়নকেই বুঝায়। অন্যথায়, সমস্ত শরীরকে বাদ দিয়ে শুধু মুখে রক্ত সঞ্চার হলে তাকে যেমন স্বাস্থ্য বলা যায় না ঠিক তদ্রুপ দেশের মোট আয়তনের সিংহভাগ গ্রামাঞ্চলকে বাদ দিয়ে শুধু গুটিকয়েক শহরে জনপদের চাকচিক্য ও উন্নতির মাধ্যমে একটি দেশকে উন্নত বলা চলে না। তাই, গ্রাম ও কৃষির অনগ্রসরতাই আমাদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূলকারণ। এর জন্য দায়ী হাজারো সমস্যার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু সমস্যা সমাধানে অগ্রণী হওয়া দরকার। শিক্ষাই এ অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগই অশিক্ষিত এদের শতকরা ৫৬ ভাগ মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠার সময় শতকরা ৬০ ভাগ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে উঠার সময় শতকরা ৮০ ভাগ ঝরে পড়ে। এ ঝরে পড়ার পালা শিক্ষার উচ্চ চাপ পর্যন্ত চলতে থাকে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বর্তমান শিশুর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষের কাছাকাছি। আর অধ্যয়নরতদের সংখ্যা হলো প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ। এই ৬—১০ বৎসর বয়সী বিদ্যালয়গামী শিশুদের প্রায় ৪৭ লক্ষ প্রথম শ্রেণীতে এবং মাত্র ১২.৫ লক্ষ শিশু পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে। বিদ্যালয় বহির্ভূত রয়ে যায় প্রায় ৫০ লক্ষের কাছাকাছি যাদের দুই-তৃতীয়াংশই হল মেয়ে। সাধারণ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, গ্রামীণ ব্যাপক সংখ্যক নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন ঘরের সন্তান জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। বিদ্যালয় ত্যাগ বা অনুপস্থিতির কারণগুলো নিম্নরূপঃ—

(ক) প্রতিকূল পরিবেশ, যা অভিভাবকদের চরম দারিদ্র্যের ফল;

(খ) বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও অন্যান্য কাজের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহের অভাব ও অনীহা, ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম, অপার্যাপ্ত পাঠ্যোপকরণ ও শিক্ষাদানের অনুপযুক্ততা;

(গ) অর্থনৈতিক চাপ, যার ফলে গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা ঘরে এবং মাঠে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকে;

(ঘ) নিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর আধিক্য—সাধারণ বিদ্যালয়গুলোর ১ম শ্রেণীতে ৮০—১০০ জন ২য় শ্রেণীতে ৬০—৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী হওয়াতে একজন শিক্ষকের পক্ষে যত্ন নেয়া সম্ভব হয় না;

(ঙ) সামাজিক সংস্কার ও উপযুক্ত পরিবেশের অভাব অভিভাবকগণ তাঁদের মেয়েদের বয়োপ্রাপ্তির সময় বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায় না।

বিদ্যালয় ত্যাগের কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, এর জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাই মূলতঃ দায়ী। বস্তুতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যার যত বেশী বিদ্যালয়ে টিকে থাকার ক্ষমতা তার ততো বেশী। এতে আরো স্পষ্ট যে, নিম্ন আয়ভুক্ত গ্রামীণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি ও পরিত্যাগের সম্ভাবনা বেশী। যার ফলে অল্প বয়সেই শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত হতে হয় এবং নিম্ন আয়ের চাকুরী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয় ত্যাগকারীদের সংখ্যা শহরের চেয়ে অনেক বেশী, যা গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের দুরবস্থার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের শহর ও গ্রামের ৫—২৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং এ বয়সী জনসংখ্যার তুলনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। (১৯৮১ সালের আদমশুমারি মোতাবেক)।

	৫-৯ বৎসর	১০-১৪ বৎ	১৫-১৯বৎ	২০-২৪বৎ
(ক) শহর বালক	৩১.৬%	৪৪.৭%	২৭.১%	১৩.২%
বালিকা				
বালক	৩৩.৪%	৪৭.৭%	৩২.৪%	১৮.৩%
বালিকা	২৯.৭%	৪১.৫%	২০.৮%	৬.৫%
(খ) জাতীয়বালক	২২.৫%	৩৩.৩%	১৭.০%	৭.০%
বালিকা				
বালক	২৪.৭%	৩৭.৯%	২৫.৪%	১২.২%
বালিকা	২০.২%	২৮.১%	৮.৩%	২.৩%
(গ) গ্রাম বালক	২১.১%	৩১.৩%	১৪.৯%	৫.৫%
বালিকা				
বালক	২৩.৪%	৩৬.১%	২৩.৯%	১০.৪%
বালিকা	১৮.৮%	২৫.৬%	৬.০%	১.৫%

উপরোক্ত ছক থেকে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি এবং শহরের তুলনায় গ্রামে যে অনুপস্থিতি অনেক বেশী তা সহজেই বোঝা যায়। ৫-৯ বৎসর বয়সে জাতীয় ভিত্তিতে শতকরা ২২.৫ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু এদের ৩৩.৩% ভাগ মাত্র ১০-১৪ বৎসর বয়সে অর্থাৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে পৌঁছে এবং এদের ৭% ভাগ মাত্র উচ্চ শিক্ষায় পৌঁছে। অপরদিকে, ৫-৯ বৎসর বয়সে শহরে জনসংখ্যা শতকরা ৩১.৬ ভাগ পঞ্চম শ্রেণীতে পৌঁছে এবং শতকরা ১৩.২ ভাগ শিক্ষার উচ্চ ধাপে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

৫-৯ বৎসর বয়সে গ্রামের জনসংখ্যার শতকরা ২১.১ ভাগ মাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে পৌঁছে, এদের ৩১.৩% ভাগ দশম শ্রেণীতে পৌঁছে এবং শতকরা ৫.৬ ভাগ মাত্র শিক্ষার উচ্চ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়। গ্রামের বালিকাদের বেলায় এ চিত্র নৈরাশ্যজনক। এদের পঞ্চম শ্রেণীতে শতকরা ১৮.৮ ভাগ, দশম শ্রেণীতে ২৫.৬% ভাগ এবং শিক্ষার উচ্চ ধাপে ১.৫% ভাগ পৌঁছতে সক্ষম হয়। বিদ্যালয় ত্যাগের প্রবণতার ক্ষেত্রেও গ্রাম ও শহরের হারের পার্থক্য সহজে বুঝা যাচ্ছে।

অপরদিকে, শহরের ক্ষেত্রে এ চিত্র উন্নত পর্যায়ের। সব স্তরেই ছাত্র অনুপস্থিতির হার তুলনামূলক

নিম্ন ছকে গ্রাম ও শহরের শিক্ষাহারের বৈষম্য দেখানো হল। অনেক আগের উপাত্ত হলেও এগুলো থেকে বর্তমান অবস্থা আচ করা যাবে।

	পুরুষ	নারী	মোট হার
বাংলাদেশ	১৬.৪৭	৫.০৭	২১.৫৪
শহর—	৩৩.০২	১২.৬৯	৪৫.৭১
গ্রাম—	১৫.৫২	০৪.১২	২০.১৬

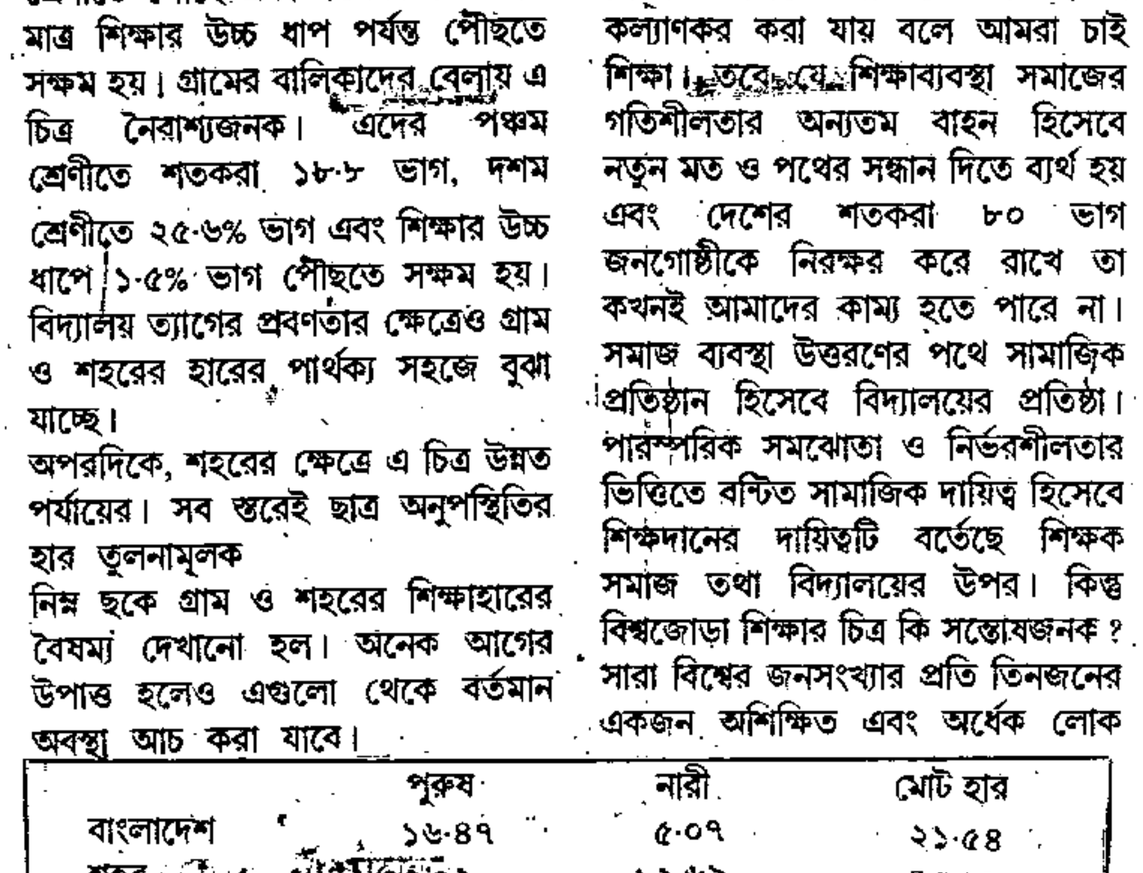

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর

ইউনেসকো ১৯৬১ সালে ৫ বৎসরের উর্ধ্ব বয়সীদের শিক্ষার হার নির্ণয়কল্পে এ জরিপ পরিচালনা করেন।

উপরন্তু, শহরের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই উচ্চ শিক্ষার দ্বার পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং তুলনামূলকহারে এদের বিদ্যালয় অনুপস্থিতির হারও অনেক কম। শিক্ষা যেখানে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সকল

মোঃ আবদুছ সাত্তার

ক্ষমতাকে বিকাশিত করে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি, মননশীলতা, নৈপুণ্য ও মূল্যবোধ দান করে সেক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষের পশ্চাৎপদতা তাকে করে তোলে অথর্ব। সামর্থ্য ও প্রবণতানুসারে তার সম্মুখে জীবনের সাফল্যের দ্বার রূদ্ধ হয়ে আসে।

শিক্ষার মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহ ও কল্যাণকর করা যায় বলে আমরা চাই শিক্ষা। তবে যে শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের গতিশীলতার অন্যতম বাহন হিসেবে নতুন মত ও পথের সন্ধান দিতে ব্যর্থ হয় এবং দেশের শতকরা ৮০ ভাগ জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর করে রাখে তা কখনই আমাদের কাম্য হতে পারে না। সমাজ ব্যবস্থা উত্তরণের পথে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। পারস্পরিক সমঝোতা ও নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে বন্টিত সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে শিক্ষদানের দায়িত্বটি বর্তেছে শিক্ষক সমাজ তথা বিদ্যালয়ের উপর। কিন্তু বিশ্বজোড়া শিক্ষার চিত্র কি সন্তোষজনক? সারা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রতি তিনজনের একজন অশিক্ষিত এবং অর্ধেক লোক আপন অধিকার সম্পর্কে অবচেতন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সৌজন্যে উন্মোচিত কল্যাণের দ্বার অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নিকট জ্ঞানের অভাবে হয়ে উঠেছে দুর্ভেদ্য। শুধু এ অজ্ঞানতার কারণেই ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও রোগের নিকট তারা হয়ে পড়েছে অসহায়। তাদের ঘরবাড়ীর জীর্ণতা দারিদ্র্যের নীরব সাক্ষী কংকালসারদেহ, কর্মক্ষমহীনতা বয়ে আনছে প্রাণহীনতা, যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। কৃষি উন্নয়নের সমস্যা আমাদের জাতীয় উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ মূলমন্ত্রে জাতিকে উজ্জীবিত করে তার ধারাপ্রবাহকে উৎপাদনের জন্য সজীব ও সচেতন করতে হলে চাই শিক্ষা। কারণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী হতে উদ্ভূত শ্রমশক্তির সুষ্ঠু বিনিয়োগের মধ্যেই রয়েছে জাতীয় কল্যাণের ভীত। আমাদের গ্রামগুলো উন্নয়নের জন্য যেমন চাই দক্ষ শ্রমিক তেমনি প্রতিটি মানুষকে দক্ষ কর্মীতে পরিণত করতে হলে চাই শিক্ষা। এভাবে একটি কৃষিপ্রধান দেশের গ্রামীণ জনসাধারণের বিরাট বোঝা নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ করার জন্য চাই শিক্ষা। অর্থনীতিবিদ হারবিশনের মতে, "নিরক্ষরতার গ্লানি থেকে চাষী মজুরদের মুক্তিদানকে একটা নিশ্চিত লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা যায়। কিন্তু এও সত্য যে, সাক্ষরতা ব্যতিরেকে কোন প্রকার কৃষি উন্নয়নই সম্ভব নয়। নিরক্ষর কৃষিজীবীরা উন্নয়নমুখী হয়েছে এ ঘটনা জগতে কোথাও ঘটেনি।"

উল্লেখ্য, শিক্ষা বলতে এখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই বুঝানো হয়নি বরং যা মানুষকে সচেতন করে তোলে এবং স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে তা-ই শিক্ষা। এটা প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও অর্জন করা সম্ভব।

আমরা দরিদ্র দেশের অধিবাসী বলেই শিক্ষার প্রয়োজন এত বেশী। একদিন আমাদের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু ও পুকুর ভরা মাছ ছিল। ফলে, তৎকালীন জনসংখ্যার জন্য মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান হতো অতি সহজেই। কিন্তু আজকের পরিবর্তিত সমাজে এ চিত্র ভিন্ন ধরনের। অঢেল জমি আর নেই। জনসংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে গৃহসংস্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাট বাজার, রাস্তাঘাট, পুকুর, খাল-বিল ইত্যাদিতে বর্ধিতহারে ব্যবহারের ফলে আবাদী জমির পরিমাণ পূর্বের চেয়ে বহু গুণে হ্রাস পেয়েছে। ছোট একফসলী জমিতেই সারা বৎসরের খোরাক মেটাতে হবে, নিপুণভাবে চাষাবাদ করে অধিক ফসল ফলিয়ে বাঁচতে হবে।

এ জন্য চাই শিক্ষা। কারণ, শিক্ষা ব্যতীত উৎপাদনের উপকরণের 'স্বল্প খরচ অথচ বেশী ফলন' সম্মিলন ঘটানো এবং উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব নয়। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান জ্ঞানে শাকায়ে স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন পাকশীর লবণের আধিক্য যেমন একে খাওয়ার অনুপযুক্ত করে তোলে ঠিক তেমনি ইউরিয়ার মতো প্রয়োজনীয় সারের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ নিরক্ষর কৃষকের একর প্রতি ফলন সাংঘাতিকভাবে হ্রাস করবে।

আমাদের কৃষির বিরাট প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে অশিক্ষা। এ দেশের গ্রামীণ কৃষকদের মনে পুরানো বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গভীরভাবে দানা বেঁধে আছে। তাই, সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নতুন বিশ্বাসের সঙ্গে পুরানা বিশ্বাসের সংঘাত স্বাভাবিক। ফলে, যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী কৃষকদেরকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

(চলবে)